বিস্মৃত সর্বপ্রথম পেশাদার সাংবাদিক বিপ্লবী ও বহুবার কারাবরণকারী বিশ্বেশ্বর চৌধুরী

ব্রিটিশ শাসিত ভারতে স্বরাজ আন্দোলন এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে, বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অনেকেই পরম্পরায় অংশগ্রহণ করেন ও শহীদ হন। তৎমধ্যে একদা ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছাত্র, প্রথম সাংবাদিক এবং বারে বারে কারাবরণকারী বিশ্বেশ্বর চৌধুরী এক অনন্য নাম।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ১লা সেপ্টেম্বর শনিবার রাউজান থানার মহামুনি পাহাড়তলী গ্রামে চৌধুরীবাবু জন্ম গ্রহন করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন ক্যাম্বলের এল এম পি জিলা পরিষদের কর্মরত ডা: রমেশ চন্দ্র চৌধুরী। তাঁহার মাতার নাম মুক্তা চৌধুরী। তিনি প্রথমে মহামুনি মডেল স্কুল ও চট্টগ্রাম শহরের হরিশ্চন্দ্র দত্ত স্কুলে পড়শুনা শুরু করেন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে পারিবারিক কারনে মহামুনি এ্যাংলো পালি উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে তিনি বারানসী ঘোষ স্ট্রীটে জোড়াসাঁকো হাই স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে বেশ কিছু স্বদেশী শিল্প মেলায় স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করেন। স্বদেশী মেলায় দায়িত্ব পালন কালে হেমেন্ত কুমার বসু, সুরেশ চন্দ্র মজুমদার ও পালিত চন্দ্র মাইতি সাথে ঘনিষ্ঠ সর্ম্পক গড়ে ওঠে। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে আবার ও পারিবারিক কারণে স্বগ্রামে চলে আসেন এবং অষ্টম শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় শিক্ষকদের বাধা উপেক্ষা করে "বন্দে মাতরম" ধ্বনি তুলে স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯২৪ খ্রিস্টব্দে তিনি প্রথম বিভাগে এন্ট্রাস পাশ করেন। সেই বছর তিনি স্বগ্রামের অধ্যাপক মহিমা রঞ্জন বড়ুয়া (১৯৮৩-১৯৬৫) মহোদয়ের পরামর্শ চট্টগ্রাম কলেজে উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি হন। বিপ্লবী পূর্নেন্দু দস্তিদার তাঁহার সর্তীথ ও সহপাঠী ছিলেন। এ সময় তিনি অনুশীলন দলের সদস্য হন। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি কর্ম জীবনের ভাগ্যান্বেষনের জন্য বার্মা রেঙ্গুন গমন করেন। তাকে কেরানী চাকুরী গ্রহনের জন্য পরিবার থেকে চাপ দিতে থাকেন। তাই তিনি বড়দা শৈলেশ্বর চৌধুরী (১৮৯৬-১৯৪০) একটি পত্র লিখেন- I do not like to die as mere clerk unwept unhonoured and unsuns তাহার এই একটি লাইন থেকে বুঝা যায় তিনি মহৎ কাজ করার জন্য জন্ম গ্রহন করেছেন। ১৯২৭

খ্রিস্টাব্দে বিশ্বেশ্বর চৌধুরী যাদবপুর কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ার এ্যাণ্ড টেকনোলজি ভর্তি হন। এ সময় তিনি রামপদ দাস, বিজয় দত্ত, পূর্ণচন্দ্র দাস, পূর্ণেন্দু দস্তিদার, ত্রিগুনা সেন, প্রমথ চক্রবর্তী, নরেশ চন্দ্র সেন, তারেকেশ্বর দস্তিদার, বিষু ঘোষ, কমরেড মোজাফ্ফর আহমেদ, বঙ্কিম চন্দ্র মুখার্জ্জি, কালী সেন, প্রমুখ বিপ্লবীদের সাথে আন্দোলেন যোগ দিতেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে স্যার সাইমন কমিশন ভারত আগমন উপলক্ষে কংগ্রেস তরফ থেকে "বর্জন আন্দোলন" শুরু হয়। শিয়ালদহ স্টেশনে তিনি আন্দোলন শুরু করলে এক বৃটিশ ঘোড়া সৈনিক পেছন থেকে ঘাড়ে আঘাত করলে তিনি আহত হন। এ সময় তিনি তৎকালীন কলকাতা বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার ভূতপূর্ব সাধারণ সম্পাদক ও ট্রাস্টি কর্তালা নিবাসী ডা: শান্ত কুমার চৌধুরী (১৮৮৩-১৯৩৬) প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত "চৌধুরী ফামের্সী" শাখায় তাহার ভ্রাতা ডা: অমিয় কান্তি চৌধুরী (১৯০১-১৯৪৩) সাথে কিছুদিন ঔষধের ব্যবসায়ে মনোযোগী হন।

কেন্দ্রীয় দফতর থেকে বিপ্লবীদের অর্থ সংগ্রহের জন্য নির্দেশনা আসলে বিশ্বেশ্বর চৌধুরী বেশ কিছু ডাকাতিতে অংশগ্রহন করে পার্টিতে অর্থের জোগান দেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি অস্ত্র শস্ত্র বন্টনের ব্যবস্থা শুরু করেন। মাস্টার দা সূর্য সেনের সাক্ষাতের উদ্দেশ্য পটিয়া থানার কাশিয়াইশ গ্রামে বিশ্বেশ্বর চৌধুরী ও ব্রজেন দাস উপস্থিত হলে ভোর রাত্রি পুলিশের তৎপরতা দেখে পালাতে গিয়ে পড়ে যান। মুহুর্তে শব্দ হলে পুলিশ তাঁদের উদ্দেশ্য লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েন। ভাগ্যক্রমে তিনি সেই যাত্রায় বেঁচে যান। রুমালে মোড়া ৭৫ টাকা ও একটি ছোট পাঁচ ঘরা বেলজিয়ামের রিভালবার নিয়ে স্বগ্রামে চলে আসেন। তরুণদের উৎসাহ দানের উদ্দেশ্য তালতলা পাহাড়ের গুহাতে বোমা বানাতে গিয়ে তাহার হাত ও মুখ পুড়ে আবার ও আহত হন।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে দলীয় প্রয়োজনে বিশ্বেশ্বর চৌধুরী আরাকান হয়ে রেঙ্গুন গমন করেন। সেখানে তিনি সকলের সাথে সাক্ষাৎ করে সাংগঠনিক ও দলীয় কৌশলের কথা উল্লেখ করেন। কিছুদিন অবস্থান গ্রহন করে ফতেয়াবাদের শ্রী কৃষ্ণ দাসের উপর দায়িত্ব বন্টন করে স্টিমার যোগে চট্টগ্রাম প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী "সত্যাগ্রহ আন্দোলন" শুরু করবেন তাই বিশ্বেশ্বর চৌধুরী আইন অমান্য পরিষদের অফিসে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে লবন সরবরাহ করেন এবং ললিত মোহন রায় তাকে সিলেটের শ্রীভদ্র সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এ সময় সতীশ চন্দ্র দাশ গুপ্তের সহধর্মিণী হেমপ্রভা দাশগুপ্ত নবাগত সত্যাগ্রাহীদের নামে তালিকা প্রস্তুতের ভার দিলেন বিশ্বেশ্বর চৌধুরীকে। এদিকে সোদপুর শিবিরে ঘটনাক্রমে পরিচয় হয় গান্ধীজির এককালীন সেক্রেটারি কৃষ্ণ দাসের সাথে। খাদি প্রতিষ্ঠানের পাকা বাড়ীতে তাদের সাক্ষাৎ হয়। বিশ্বেশ্বর চৌধুরী গোবিন্দপুরে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে সত্যাগ্রাহী আন্দোলনের অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। জেলে থাকা অবস্থায় বিভিন্ন

বিপ্লবীদের সাথে তাহার সখ্যতা গড়ে ওঠে। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি জেল থেকে মুক্তি পাবার পর বাসুদেবপুর গ্রামে ক্ষুদিরাম বসু বোন অপরুপা দেবী সাথে সাক্ষাৎ করে দুপুর বেলে খাওয়া শেষে বিদায় নিলেন। যাওয়ার পথে তিনি আবার ও গ্রেপ্তার হলেন। অবশ্য এবার থানায় নিয়ে জিজ্ঞেসবাদ করে ছেড়ে দেওয়া হয়। ধর্মতলা ওয়েলিংটন স্ট্রীটের মোড়ে বিশ্বেশ্বর চৌধুরী সাথে ধীরেন দাসের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তাহার ঐ সুপারিশে "দৈনিক কৃষক" পত্রিকায় সাব এডিটর পদে যোগদান করেন। চট্টগ্রাম জেলার সুভাষপন্থী কংগ্রেস কমিটি গঠন করলে সভাপতিরূপে মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও অন্যতম সহ-সভাপতিরুপে বিশ্বেশ্বর চৌধুরী নির্বাচিত হন। সুভাষ চন্দ্র বসুর ফরওয়ার্ড ব্লগের হওয়া তিনি বহু মানুষের রোষানলে পড়েন বিশেষ করে নিজ চাকুরী প্রতিষ্ঠানে। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে তিনি রংপুর জেলার গাইবান্ধা অঞ্চলের প্রবীণ বিপ্লবী কংগ্রেস ও কারাবরণকারী জ্ঞানদা প্রসাদ নাগের সাথে ঘনিষ্ঠ হন। তাঁর তৃতীয় কন্যা রেণুকা চৌধুরীর সাথে সামাজিক নিয়মে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ২৩মে মার্চ "ভারত ছাড়" আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহন করে গ্রেপ্তার হন। জেলে থাকা অবস্থায় মহারাজ ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্তী সাথে তাঁর পরিচয় হয়। তিনি আন্দোলনের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা এবং জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর কি কি কর্মসূচী পালন করতে হবে সে বিষয়ে অবহিত করেন। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে মাঝামাঝি সময়ে তিনি জেল থেকে মুক্তি পেয়ে গাইবান্ধা অঞ্চলে শশুরালয়ে যান। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ তিনি "দৈনিক কৃষক" পত্রিকার অফিস থেকে এক মাসের ছুটি নিয়ে স্ত্রী সন্তানদের স্বগ্রামে গমন করেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ১লা জানুয়ারী তিনি "আনন্দবাজার পত্রিকা" বার্তা সম্পাদক পদে চাকুরী গ্রহন করেন এবং ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি উক্ত পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছেন। এছাড়া তিনি যুগান্তর, ইত্তেফাক, ইত্তেহাদ, আজাদ, সংবাদ ইত্যাদি পত্রিকায় ও সাংবাদিকতা করেন। তিনি চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদী এবং ইনসাফে ও কিছুদিন সাংবাদিকতা করেছেন। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে ১লা ফেব্রুয়ারী দৈনিক ইত্তেফাকের উপসম্পাদকীয় লেখা হয়েছিলো "বিশু বাবু কথা মনে পড়ে এক সময় ছিলেন বিপ্লবী। অগ্নিযোগের বিপ্লবীদের সাগরেদ। পরবর্তীকালে আমরা তাহাকে দেখিয়াছি নিরেট নিরীহ সাংবাদিকরূপে। বিশু বাবু কথা অনেক। কাহিনী ও অশেষ। আমরা যে যুগ পার হয়ে আসিয়াছি, তিনি ছিলেন সে যুগের সাংবাদিকদের অনেকটা প্রতীক রূপ। দৈনিক ইত্তেহাদ-এ কর্মরত ছিলেন। দৈনিক তাঁহার জন্য পাঁচ টাকা বরাদ্দ ছিল, যেন দিন মজুরী। দিনের টাকা পাইলে চুলা স্বলিত। অন্যতায় নিবিয়া থাকিত। সে যুগের অধিকাংশ সাংবাদিকদের ইহাই ছিল সকরুণ ইতিহাস ।

১৯৪৭ খ্রিস্টব্দে তিনি কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন "কলকাতার ভবিষ্যৎ" নামক পুস্তিকা। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি "বিশ্ববাণী" পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি উক্ত পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাহার বেশ কয়েকটি গ্রন্থ

পাঠক নন্দিত হয় "বৃটিশ ভারত ভাগ করলো কেন, "টেকনাফ থেকে খাইবার, জুমিয়া জীবন, আমার কথা, ভারতের রণনীতি ও সমর সজ্জা ইত্যাদি। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে তিনি টাইফয়েড ও নিউমোনিয়া রোগে আক্রন্ত হন। হাওড়া হাসপাতালের তদানিন্তন সিভিল সার্জন ডা: মুনীন্দ্র প্রিয় তালুকদারের তত্বাবধানে দুইমাসের অধিক চিকিৎসা গ্রহনের পর সুস্থ হন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকানগরী বসবাসরত বৌদ্ধদের এক সম্মেলনে " ঢাকা বৌদ্ধ বিহার" নির্মানের কমিটি গঠন হয়। এই কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির (১৯০৯-১৯৯৪) এবং বিশ্বেশ্বর চৌধুরী মহোদয়। তিনি তার শেষ অবসর জীবনে ঢাকা ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহারে সময় কাটাতেন।

১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে ১৮ই ফেব্রুয়ারী তিনি রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতালে উচ্চরক্ত চাপ ও হৃদ যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে পরলোক গমন করেন। তাঁর দেশপ্রেম, বীরত্ব এবং সর্বোপরি ত্যাগ ও আত্মমর্যাদার মহিমা তরুণ প্রজন্ম জানার জন্য এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

- **জিতু চৌধুরী**